তেমনি মহাপুরুষগণ একদিন সংসার-দুঃখে পড়িয়া হাবানী-চুবানী খাইয়া পরে শ্রীহরিচরণরূপ কুললাভ করিলেও, কোন ব্যক্তিকে সেই সংসার-নদীতে পড়িয়া হাবানী-চুবানী খাইতে দেখিয়া কৃপায় কোমলচিত্ত হইয়া শ্রীহরিচরণরূপ কুল পাওয়াইয়া দেন। তাঁহারই দৃষ্টান্ত শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের নলকুবর মণিগ্রীবের প্রতি অহৈতুকী করুণা। পরমেশ্বরের কৃপা কিন্তু "সেই শ্রীভগবানই আমার একমাত্র আশ্রয়"—এইপ্রকার দৈন্যাত্মিকা-ভক্তিসম্বন্ধেই জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে ঐকান্তিকভাবে শরণাগত হইয়া "শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমার আর অন্য আশ্রয় নাই"—এই প্রকার দীনভাবের উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের করুণার উদয় হয় না। সেই অভিপ্রায়েই শ্রীভগবদ্‌গীতাতেও বলিয়াছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রাসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।

হে অর্জ্জুন! সর্ব্বভাবে সেই সর্ব্বনিয়ামক পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ কর, নিষ্কিঞ্চনভাবে শরণ গ্রহণ করিলেই তাঁহার হৃদয়ে করুণার উদয় হইবে এবং সেই করুণা হইতেই পরাশান্তি এবং শাশ্বতস্থান লাভ করিতে পারিবে।

এই উক্তিতে বেশ বুঝা যায়—শরণাগতিতেই তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারা যায়। যেহেতু জীবগণ রাশি রাশি দুঃখে নিষ্পেষিত হইতেছে, তথাপি তাহাদের দুঃখে শ্রীভগবানের কৃপার উদয় হয় না। অতএব ইহা দ্বারা সুচারুরূপেই বুঝা যায় যে, সাংসারিক দুঃখ শ্রীভগবানের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়াই সেই দুঃখে শ্রীভগবান কাতর হইয়া তাহাদের দুঃখ নিবারণ করেন না। ভক্তি-সন্দর্ভে উল্লেখ আছে—শ্রীভগবানের ভক্তের প্রতি যে কৃপার উদয় হয়, তাহারও হেতু এই যে—"ভক্তির্হি ভক্তকোটি-প্রবিষ্টতদার্দ্রীভাবয়িতৃতচ্ছক্তিবিশেষ"। ভক্তি শ্রীভগবানেরই একটি শক্তি-বিশেষ। সেই শক্তিটি যতক্ষণ শ্রীভগবৎস্বরূপেই অবস্থান করেন, তখন তাহার নাম শক্তি; ঐ শক্তি ভক্তহৃদয়রূপ আধারের সাদ্‌গুণ্যে এক অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতাবিশেষ প্রাপ্ত হয়েন, যাহাতে শ্রীভগবানের হৃদয়কে ভক্তের প্রতি বিশেষরূপে বিগলিত করিয়া দেন। এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে করা হইয়াছে, পরে প্রীতি-সন্দর্ভে বিশেষরূপে করা হইবে। যেমন—স্বাতি নক্ষত্রের জল যতক্ষণ স্বাতি নক্ষত্রে থাকে, ততক্ষণ কোন রত্ন প্রসব করে না; হস্তি, গো, মৃগ, সর্প ও শুক্তিরূপ পাঁচটি আধারের সাদ্‌গুণ্যের তারতম্যানুসারে গজমুক্তা, গোরোচনা, মৃগনাভি, মণি, মুক্তা—এই পাঁচটি রত্ন জন্মিয়া থাকে। তেমনি